আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

প্রকাশক: হাফিজ মাওলানা ইমদাদুল হক ফরহাদ



খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

তাসাওউফে 'ইশ্‌ক' (عشق) অর্থ চরম প্রভু-প্রেম (حُبُّ الله)। এ উচ্চ পর্যায়ের ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি মানবের একতরফা প্রেম- অর্থাৎ আশিকের জন্য মাশুক অনুপস্থিত থাকলেও কোনো বাঁধা নেই। কুরআনে করিমে এরূপ ভালোবাসাকে হুবুল্লাহ্ বলা হয়েছে। সুফিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে শুধু ইশ্‌ক শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে প্রগাঢ়, নিষ্কলুষ আল্লাহপ্রেম যা ইহলৌকিক সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

যদিও ইশ্‌ক শব্দকে 'ভালোবাসা' বা 'প্রেম' বলা হয়ে থাকে- তবে বুঝতে হবে তাসাওউফের ক্ষেত্রে এ ভালোবাসা বা প্রেম এর অর্থ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। কারণ তাসাওউফ বা সুফিবাদে শব্দটির অর্থ অত্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক জগতের সাথে গূঢ়ার্থবোধক- আল্লাহর সঙ্গে প্রবল আবেগপূর্ণ ভালোবাসা বুঝাচ্ছে। এখানে ইশ্‌ক ধারণকারী হচ্ছেন আশিক (প্রেমিক) এবং আল্লাহ হচ্ছেন মাশুক (প্রেমাস্পদ)।

তাসাওউফে ইশ্‌ক-কে দু'টি সুস্পষ্ট আলাদা শ্রেণিতে বিভক্ত করে দেখা হয়ে থকে:

১. ইশ্‌কে মাজাযী (عشق مجازی জাগতিক প্রেম): এটা হচ্ছে জাগতিক প্রেম যা একব্যক্তি ও অন্যব্যক্তির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রেমের গুরুত্ব কম না, তবে সুফিরা একে আল্লাহর ভালোবাসার বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি বা প্রতীক হিসেবে দেখেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরূপ ভালোবাসা আধ্যাত্মিক প্রেমে রূপান্তর হতে পারে। মহাত্মন জালালুদ্দিন রুমী রাহিমাহুল্লাহর 'মসনবী'তে প্রথমেই যে কিচ্ছা বর্ণিত হয়েছে- তাতে এ ব্যাপারটাই তুলে ধরা হয়েছে।[১]

২. ইশ্‌কে হাক্বিকী (عشق حقیقی সত্য/খোদায়ী প্রেম): এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রেম বা আল্লাহপ্রেম। এ প্রেমের উদ্দেশ্য হচ্ছে- তরিকতের সালিক এরই মাধ্যমে 'নফস্' বা নিজকে বিলুপ্তি করে আল্লাহ জাল্লে জালালুহুর মধ্যে বিলীন হওয়া। এই বিলুপ্তিকরণকে বলে 'ফানা ফিল্লাহ'। অধিকাংশ সুফি মহাত্মনদের

[১] মছনবী শরীফ (বঙ্গানুবাদ), 'বাদশাহ ও দাসীর কেচ্ছা' শিরোনাম দ্র.

মতে ফানা ফিল্লাহ চরম হুব্বুল্লাহ বা ইশ্‌ক ছাড়া সম্ভব নয়। তবে এ স্তর পরেও আরেকটি মাক্বাম আছে যাকে বলে 'বাকা' (প্রভুর মধ্যে অস্তিত্বলাভ)। এ অবস্থায় 'নিজ' প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হয়।

সুফি কবিতা ও সাহিত্যে ইশ্‌ক-কে প্রায়শই প্রেমাকাঙ্ক্ষার রূপকালঙ্কার, জ্বালাতন বা উন্মত্ততা বুঝাতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সালিকের মধ্যে এ ইশ্‌ক জন্ম দেয় পরমান্দদায়ক অবস্থা। তাসাওউফের সালিকের জন্য ইশ্‌ক হচ্ছে আধ্যাত্মভ্রমণের চালিকাশক্তি। ইশ্‌কের এ ভ্রমণ শেষে আল্লাহর মা'রিফাত হাসিল হয়। তবে মনে রাখা জরুরি যে, সালিককে শরীয়তের প্রতিটি হুকুম-আহকাম মেনে চলতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করতে হবে।

এই বইয়ে খোদায়ী প্রেমের বিভিন্ন স্তর, স্বরূপ ইত্যাদির ওপর যতটুকু সম্ভব সরল বাংলা ভাষায় আলোচনা হয়েছে। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় এ বইটি প্রণয়ন করেছি। এটি পাঠ করে একজনও যদি উপকৃত হোন, তাহলে মনে করবো দীর্ঘদিনের সাধনার ফসল এ বইটি সফল হয়েছে। ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে সবিনয় ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকরাও এজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন এবং জরুরি মনে করলে আমাকে অবগত করার অনুরোধ রইল।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
সিলেট, বাংলাদেশ।
এপ্রিল ২০২৫ ঈসায়ী

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়
আল্লাহপ্রেম

আল্লাহপ্রেমের স্তর হচ্ছে যে কোনো সালিকের জন্য সর্বোচ্চ। সকল প্রেমের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চপর্যায়ের প্রেম হলো আল্লাহপ্রেম। প্রেম হৃদয়ের জীবন, প্রেম আত্মার খোরাক এবং প্রেমই হলো চিরন্তন সফলতার মহাসড়ক।

প্রেম হচ্ছে বেহেশ্‌ত লাভের রাস্তা। আল্লাহর ইবাদতের মূল কারণও এই প্রেম। এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সর্বাধিক উত্তম পন্থা হচ্ছে আল্লাহপ্রেমের বিভোরতা।

আল্লাহপ্রেম বিহীন জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন। এর কারণ হচ্ছে প্রত্যেকের অন্তরে একটি শূন্যতা বিরাজ করে যা একমাত্র আল্লাহর প্রেমের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করা যায়। প্রেম ছাড়া যে কোনো ব্যক্তির জীবন হবে বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা, বেদনা ও আক্ষেপে পরিপূর্ণ। অপরদিকে, যখন হৃদয়টি তাঁর প্রেমে আপ্লুত হয়ে ওঠে, তখন সে ব্যক্তি অনুভব করবে পরম প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি।

হযরত ইবনুল ক্বাইউম রাহিমাহুল্লাহ (১২৯২-১৩৫০) লিখেছেন: “নিঃসন্দেহে, এ দুনিয়ার সর্বাধিক সুখ হচ্ছে আল্লাহপরিচিতির আনন্দ ও আল্লাহপ্রেম। এটাই হচ্ছে এ জগতে সর্বোচ্চ পরম সুখ- যা কেউ অনুভব করতে পারে। অপরদিকে, জীবনের অন্যান্য অস্থায়ী সুখশান্তি হচ্ছে মহাসাগরে একটিমাত্র ফোঁটার মতো। অবশ্যই মানবাত্মা, হৃদয় ও দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহকে জানা ও তাঁর প্রেমে পড়ার জন্য। দুনিয়াবী সর্বাপেক্ষা আনন্দঘন রূপ হলো আল্লাহকে জানা ও তাঁকে ভালোবাসা। আর জান্নাতের সর্বাপেক্ষা বিরাট আনন্দ হচ্ছে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখা।”

প্রেম: 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র নির্যাস

প্রেম হচ্ছে দাসত্বের (উবুদিয়াত) সারাংশ। আর এটাই হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর গোপনীয়তা। আল্লাহপ্রেম হচ্ছে আমাদের ঈমানের বুনিয়াদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

-আর কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা তুলনামূলকভাবে বহুগুণ বেশি। (২:১৬৫) আল্লাহর প্রেম থেকে গাফিল ব্যক্তি হচ্ছে আত্মাহীন দেহ।

আল্লাহ বলেন, জিন ও মানুষকে আমি আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। সুতরাং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রভুর ইবাদত করা। ইবাদতে দু'টি বিষয় সম্পৃক্ত:

১. চরম বিনয়।

২. চরম ভালোবাসা।

প্রেম ছাড়া ইবাদত হয় না, কারণ প্রেম হচ্ছে ইবাদতের আত্মা। প্রেম ছাড়া আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারবো না। প্রেম ছাড়া ইসলামও নেই।

আল্লাহকে মুহাব্বতের মাধ্যমে মান্য করা আর মুহাব্বাত ছাড়া মানার মধ্যে বিরাট তফাৎ বিদ্যমান। আশিক যখন তার মাশুকের নির্দেশ মান্য করে, এটা স্বেচ্ছায় ও আন্তরিকতার মাধ্যমে করা হয়। মুহাব্বাত ছাড়া বান্দার আনুগত্য কিন্তু হয়ে থাকে অনৈচ্ছিকভাবে। সুতরাং প্রেমাকর্ষণ হচ্ছে ইবাদতের গতিশক্তি।

তাঁকে কিভাবে ভালোবাসবেন না?

মানুষ হিসেবে আমরা উৎকৃষ্টতা পছন্দ করে থাকি। আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন উৎকৃষ্টতার সর্বোচ্চ প্রতীক। একইভাবে আমরা সৌন্দর্যকে ভালোবাসি এবং আমাদের হৃদয় এর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট। আল্লাহ হচ্ছেন আল-জামিল- সর্বাধিক সুন্দর। যদিও আমরা আল্লাহর সৌন্দর্যকে পুরোপুরি অনুভব করতে অপারগ, তথাপি আমরা এটা জানি যে, জাগতিক সকল সুন্দর বস্তু তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট।

অনুরূপভাবে, যারা আমাদের প্রতি উত্তম কিছু করে থাকে তাদের প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণ আমাদের হৃদয়ে স্বভাবজাত করেছেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। ভেবে দেখুন, আমরা এমন দয়ালু আল্লাহকে কীভাবে ভালোবাসতে অপারগ হতে পারি যিনি অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন শুধু আমাদেরই সুবিধার্থে। তাঁর মতো এতো দয়ালু ও সহৃদয় আর কেউ নেই। তিনি হচ্ছেন আল-ওয়াহ্হাব- নিরন্তর দানকারী।

আল্লাহ হচ্ছেন আল-ওয়াদূদ- সর্বাধিক প্রেমময়। আমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেমাকর্ষণ শুধুমাত্র আমাদেরই কল্যাণ হেতু। কারণ, আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষ একে অন্যের সাথে সম্পর্ক করে কোনো কিছু পাওয়ার আশায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একটি নেকিকে দশ থেকে সাতশত গুণ দান করে থাকেন। অপরদিকে একটি গুনাহ একটিই ধরা হয়। আর এটিও তাওবার মাধ্যমে সাথে সাথে মুছেও দেন। আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই তাঁর, অথচ তিনি আমাদেরকে রিজেক দিচ্ছেন, সঠিক পথে চলার জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! কতো মহান, কতো দয়ালু আমাদের প্রেমময় আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহ হচ্ছেন আল-গাফ্ফার- সর্বাধিক ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। আমরা যদি পাহাড়সম গুনাখাতা নিয়ে তাঁর দরবারে তাওবা করে নিই, তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তিনি হচ্ছেন আস-সাত্তার- গুনাসমূহ ঢেকে দেনেওলা। তিনি তাড়াতাড়ি আমাদের অপকর্মকে প্রকাশ হতে

দেন না। তিনি আমাদের তাওবার অপেক্ষা করেন। আর যখনই আমরা তাঁর দরবারে তাওবা করি তখনই তিনি আনন্দিত হয়ে আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। সুবহানাল্লাহ!

কীভাবে আমরা এতো দয়ালু আল্লাহকে ভালোবাসতে পারি না?

প্রেম, আশা ও ভীতি

ঈমানদার হিসাবে ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ পর্যন্ত ভ্রমণ করি প্রেম, ভীতি ও আশা নিয়ে। একজন ওলি বলেন, জেনে রাখো তিনটি জিনিস হৃদয়কে আল্লাহর দিকে ধাবমান করে: প্রেম, ভীতি ও আশা। এ তিনটির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী যেটি সেটি হচ্ছে প্রেম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

-মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। (১০:৬২)

অনুরূপ, আশার একটি সীমা আছে। অতিরিক্ত আশার কারণে মানুষ অভিলাষী চিন্তা করে ও আমল থেকে গাফিল হয়ে যায়। ভীতিরও একটি সীমা আছে। অতিরিক্ত ভীতির পরিণাম হতাশা হতে পারে। তবে প্রেমের মধ্যে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। বান্দা তার আল্লাহপ্রেমকে যতো বেশি বাড়াবে ততোই লাভ এবং এ প্রেম কখনও অতিরিক্ত হবে না।

খাঁটি প্রেম

প্রেম যখন হৃদয়ে শক্তভাবে জায়গা করে নেয়, তখন ব্যক্তি ও তার প্রেমাস্পদ আল্লাহর মধ্যে অন্য কিছু জায়গা করে নিতে পারে না। প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিক সবকিছু বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তখনই সম্ভব হবে, যখন আপনি সবকিছু থেকে তাঁর ওপর অগ্রাধিকার রাখবেন। আপনাকে নিজের মাতা-পিতা, সন্তানাদি, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদ থেকে তাঁকে বেশি ভালোবাসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ * وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

-বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, গোত্র, অর্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়- তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (৯:২৪)

আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম উক্ত আয়াতের আমলের ওপর দৃঢ়পদ ছিলেন। এ কারণেই তাঁরা সকলে আল্লাহর প্রিয়জন হয়েছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ *

-আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। (৫৮:২২)

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একজন ছিলেন হযরত মুসাইব ইবনে উমাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহু। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দেখলেন উমাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর দরবারের দিকে আসছেন। তাঁর পরনে ছিলো চামড়ার তৈরি পাজামা-পাঞ্জাবী। অথচ ইসলামগ্রহণের আগে এই একই ব্যক্তি খুব দামি ও শানদার কাপড় পরতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম মন্তব্য করলেন, "এ লোকটির প্রতি তাকাও, যার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা আলোকিত করে দিয়েছেন। আমি দেখেছি, যখন তার পরিবারের লোকজন তাকে উত্তম বস্ত্র ও উত্তম পানীয় ও খাবার পরিবেশন করতেন। কিন্তু এখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বাত তাকে এরূপ করেছে যা তোমরা দেখছো।"

অনুরূপ এক বর্ণনা করেন হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের সময় আবদুল্লাহ বিন জাহ্শ তাঁকে বললেন, "তুমি কি আসবে না, আমরা একত্রে দু'আ করবো?" সুতরাং তারা এক কোণে যেয়ে বসে পড়লেন। সা'দ দু'আ করলেন, "আমার রব! যখন আমি আগামীকাল শত্রুদের সম্মুখীন হবো, আমাকে এমন একজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দিবেন যার শক্তি হবে বিরাট। যার শত্রুতা হবে কঠোর। একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য তার সাথে যুদ্ধ করবো। এরপর আমাকে তার ওপর বিজয় দান করুন যখন পর্যন্ত না আমি তাকে হত্যা করি।" এই দু'আ শুনে হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহ্শ রাদ্বিআল্লাহু আনহু সরবে বললেন, "আমীন"। এরপর তিনি নিজেই অনুরূপ দু'আ করলেন, তবে শেষের দিকে বললেন, "সে যদি আমার সাথে জয়লাভ করে এবং আমার কান ও নাক কেটে ফেলে। আর যখন আমি আপনার সক্ষাৎ পাবো তখন আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার নাক ও কান কাটা কেন?" আমি জবাব দিব, নাক ও কান বিসর্জন দিয়েছি তোমার সন্তুষ্টি ও তোমার নবীর সন্তুষ্টির জন্য।" তুমি তখন বলবে, "তুমি সত্য বলেছো।"

সা'দ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রকে ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, "আমার থেকে ভালো দু'আ করেছিলেন তিনি। যুদ্ধ পরে আমি দেখতে পেলাম, তাঁর মরদেহ পড়ে আছে এবং নাক ও কান কাটা।" আল্লাহু আকবার! সাহাবায়ে কিরাম শুধু মৌখিকভাবে আল্লাহকে ভালোবাসার কথা বলেন নি, বরং আমলের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছিলেন।

আমরা কী সত্যিই আল্লাহকে ভালোবাসি?

আমরা যে আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসি তা কীভাবে জানবো? তাঁকে ভালবাসার দাবি কি অকৃত্রিম? আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ * وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

-বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে

তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৩:৩১)

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আছে কি না তার পরীক্ষা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ কতটুকু হচ্ছে। ইবনে রজব রাহিমাহুল্লাহ (১৩৩৫-১৩৯৩) লিখেন: "যে কেউ সত্যিকার অর্থে হৃদয় থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, এটা তার জন্য অত্যাবশ্যক হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা ভালোবাসেন তা-ও তিনি ভালোবাসবেন। তাঁরা যা ঘৃণা করেন, তিনিও তা ঘৃণা করবেন, যদ্বারা তাঁরা খুশী তিনিও তাতে খুশী থাকবেন এবং অখুশী হবেন যা তাঁদেরকে অখুশী করে।"

আবু ইয়াকুব নাহরুজুরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে কেউ আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী করেন, অথচ তিনি আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ মানেন না- তার দাবী মিথ্যা। কারণ প্রত্যেক প্রেমিক যারা আল্লাহকে ভয় করে না, তারা বিভ্রান্ত।"

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন হচ্ছে একটি ভ্রমণ। হয়তো শুরুতে আল্লাহর ভালোবাসা পুরোপুরি অর্জিত না-ও হতে পারে। ভালোবাসা লাভের আকাঙ্ক্ষীর হৃদয় থাকতে পারে অভিলাষের মধ্যে বন্দী। তবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার মাত্রা যখন ইবাদতের মাধ্যমে বাড়তে থাকে, তখন আকাঙ্ক্ষীর মধ্যস্থ অভিলাষ মুছে যায়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর প্রতি প্রেমাকর্ষণ ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: "যে কেউ জানতে চায় আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন কী না, তার উচিত এটা নির্ণয় করা- সে আল্লাহর কালাম তথা কুরআন শরীফকে কতটুকু ভালোবাসতে পেরেছে। সে যদি কুরআন তিলাওয়াতকে ভালোবাসে তাহলে সে আল্লাহকেও ভালোবাসলো- কারণ কুরআন শরীফ হচ্ছে আল্লাহর কালাম।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের উপায়

যাকিছু দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে, তা সবই আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায়। আল্লাহপ্রেম অর্জনের কয়েকটি উপায় নিচে তুলে ধরা হলো।

১. তাদাববুরের (অনুধ্যানসহ) মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত করা।

২. নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমার বান্দা নফল আমলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি।" (বুখারী, হাদিসে কুদসি)

৩. জিহ্বা, হৃদয় ও আমল দ্বারা অবিরাম আল্লাহর জিকিরে মত্ত থাকা। আপনি আল্লাহকে কী পরিমাণ স্মরণ করছেন তা-ই হবে তাঁর প্রতি ভালোবাসার মাপকাঠি।

৪. নিজের আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যের সময়ও আল্লাহপ্রেমের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ।

৫. আল্লাহর পবিত্র গুণবাচক নামসমূহের ওপর চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পরিচিতি (মা'রিফাত) লাভ করা।

৬. আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ও দয়া নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

৭. একেবারে নিরেট ভগ্ন হৃদয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া- আর এটা হচ্ছে আল্লাহপ্রেম লাভের একটি উত্তম পন্থা।

৮. তাহাজ্জুদের সময় একাকী আল্লাহর সঙ্গে থেকে গভীর মনোযোগসহ জিকির আজকার ও নফল নামায তথা তাহাজ্জুদের আমল করা।

৯. আল্লাহর সত্যিকার প্রেমিকদের সঙ্গ লাভ করা।

১০. আল্লাহ ও হৃদয়ের মাঝখানে অবস্থান করে এমন সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

১১. জাগতিক ফুর্তি-আনন্দ থেকে নিজেকে নিঃস্পৃহ রাখা। এটার নাম জুহুদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "নিজেকে দুনিয়াদারিত্ব থেকে মুক্ত করো, আল্লাহ তেমোকে ভালোবাসবেন। নিজেকে

মানুষের যা আছে তার থেকে দূরে রাখো, মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।" (ইবনে মাজাহ)

১২. শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ভালোবাসবে। একটি হাদিসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমার ভালোবাসা অবশ্যই তাদের জন্য যারা একে অন্যকে আমার জন্য ভালোবাসে, একে অন্যের সাথে বসে আমার জন্য এবং একে অন্যকে মুক্তহস্তে দান করে শুধু আমার জন্য।" (মুআত্তা ইমাম মালিক)

১৩. বিনয়ী হওয়া এবং অপর মু'মিনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।

১৪. আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেওয়া।

১৫. দ্বীন পালন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কারো প্রতি পরোয়া না করা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ * ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ * وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

-হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানের প্রতি বিনয় ও নম্র এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। (৫:৫৪)

আল্লাহপ্রেমের ইতিবাচক ফলাফল

আল্লাহকে ভালোবাসার ইতিবাচক ফলাফল ও সুফল অসংখ্য। নিচে এগুলোর কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

১. অনন্য উচ্চ মর্যাদা

একটি হাদিসে কুদসিতে আছে: "হযরত আবু হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: "যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করলো আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। ফরয আমল চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় এমন কোন আমল নেই যার মাধ্যমে কোন বান্দাহ্ আমার নিকটবর্তী হতে পারে। এতদ্সত্ত্বেও কোন বান্দাহ্ যদি লাগাতার নফল আমলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয় তখন আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি কখনো কাউকে ভালোবাসলে তার কান আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই শুনে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার চোখও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই দেখে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার হাতও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই ধরে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার পাও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুর প্রতি চলে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। সে আমার নিকট কোন কিছু চাইলে আমি তাকে তা দিয়ে থাকি। আমার নিকট সে কোন কিছু থেকে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে তা থেকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আমি কোন কিছু করতে এতটুকুও ইতস্তত করি না যতটুকু ইতস্তত করি কোন মু'মিনের জীবন নিতে। সে মৃত্যু চায় না। আর আমি তাকে কোন ভাবেই দুঃখ দিতে চাই না"। (বুখারী)

আল্লাহপ্রেম একটি উচ্চ পর্যায়ের বিষয়। তবে আল্লাহ কর্তৃক ভালোবাসার কথা চিন্তা করুন। মনে করুন আপনি সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসে।"

আল্লাহর ভালোবাসা দ্বারা যখন হৃদয়টি সিক্ত হয়ে যায়, তখন প্রেমিকের আত্মার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে যান স্বয়ং আল্লাহ। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে ডুবে থাকে এই ভাগ্যবান ব্যক্তির তনু-মন-প্রাণ। যাকিছুই এ ব্যক্তি করেন, শুনেন, দেখেন ও বলেন তা হয়ে যায় শুধু আল্লাহর জন্যে। এ অবস্থায় তার

মাক্বাম **ঈমান** থেকে **ইহসানের** স্তরে পৌঁছে যায়। এখন তিনি আল্লাহর ইবাদত করেন আল্লাহকে দেখে দেখে।

এ স্তরে উপনিত ভাগ্যবান ব্যক্তি শয়তানের ওয়াসওয়াসার আওতা থেকে মুক্ত থাকেন। সত্যিকার প্রেমে কোনো প্রতিযোগী থাকে না। আল্লাহ তাঁর এ মায়ার বান্দাকে দান করেন যাকিছু তিনি চান। আল্লাহ তাকে 'না' বলেন না, যেভাবে তিনিও আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের ক্ষেত্রে 'না' বলেন না। আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা দেন এবং তিনিও নিজের চেতনাকে এবং আল্লাহর দ্বীনকে নিরাপত্তা দান করেন।

২. উত্তম জীবন: ঈমান ও ইবাদতের মিষ্টতা

আল্লাহর প্রেমিকরা ঈমান ও ইবাদতের মিষ্টতার স্বাদ পেয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কোনো ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণ থাকলে ঈমানের মিষ্টতার স্বাদ পাবে। এগুলো হলো: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়; সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসে; এবং তাকে ঈমান প্রদানের পর সে বিশ্বাসহীনতায় ফিরে যেতে সর্বাধিক বেশি ঘৃণা করে, যেরূপ সে অগ্নিতে নিক্ষেপ হওয়াকে ঘৃণা করে।" (বুখারী)

আত্মা ঈমানের মিষ্টতার স্বাদ তখন পর্যন্ত অনুভব করবে না যখন পর্যন্ত না এটির দুর্বলতা সরানো হয়েছে এবং আল্লাহর ভালোবাসার স্তরে উন্নীত না হয়েছে। একবার ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করে নিলেই এটি আর পাপ করার দিকে ঝুঁকবে না। বরং এখন সে অনুভব করবে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে অপূর্ব মিষ্টতা। বান্দা তখন সত্যিকার অর্থে অনুভব করবে যাকে গুণিজন 'দুনয়িাবী বেহেশত' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মহাত্মন ইবনে কাইউম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "আল্লাহপ্রেমের আকর্ষণ যতো বেশি হবে, আনুগত্য ও ইবাদত ততো বেশি হবে। সুতরাং, বান্দাকে তার ঈমান ও আল্লাহপ্রেমের প্রাবল্য এ থেকেই জেনে নিতে পারে।"

তবে কেউ যদি আমল করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাহলে এর অর্থ এটাই দাঁড়ায় না যে, সে আল্লাহকে ভালোবাসে না। কারণ গভীর প্রেমাকর্ষণ লাভ করা তেমন সহজ নয়। এরজন্য প্রয়োজন আন্তরিক প্রচেষ্টা। কোনো কোনো সময় ইবাদতে আকর্ষণ বোধ করবেন, আর অন্য সময় হয়তো তেমন স্বাদ মিলবে না। সে ক্ষেত্রে আপনাকে কিছুটা জোর করেও ইবাদতে লেগে থাকতে হবে। আসল কথা হলো, ছাড়তে নেই। বার বার চেষ্টা করতে থাকবেন- যতবারই বিফল হোন না কেনো, চেষ্টার ত্রুটি করতে নেই।

৩. সবর

আল্লাহপ্রেমিক মু'মিনকে দুনিয়াবী বিষাদ এবং কষ্ট সহ্য করতে হবে। প্রেমিক অনেক আনন্দ উপভোগ করে আল্লাহকে ভালোবেসে আর এতেই উল্লেখিত বিষাদ ও কষ্টকে ভুলে যেতে সক্ষম হয়। সে সহাস্যে খুব ধৈর্য ধারণ করতে থাকে। ইবনে রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "হৃদয় যখন তার সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকে তখন তাঁর থেকে আগত যে কোনো হুকুম সে মেনে নেয়- হোক তা কষ্টের বা আনন্দের।"

৪. আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য ব্যকুল থাকা

আল্লাহকে ভালোবাসার নির্যাস হচ্ছে তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যকুল থাকা। সত্যিকার প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সাথে একাকী থাকতে ভালোবাসে এ দুনিয়ায় এবং তার গভীরতম আকাঙ্ক্ষা হলো প্রেমাস্পদের মুখশ্রী পানে তাকিয়ে থাকা পরকালের চিরন্তন প্রশান্তির বাসস্থানে।

আমরা ওয়াদূদ আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর হাবিব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় আকুতি জানাই:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ ، وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُنِيْ إِلَىٰ حُبِّكَ

-আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা হুব্বাক, ওয়াহুব্বা মাই-ইউহিব্বুক, ওয়াহুব্বা 'আমালি-ইউকাররিবূনি ইলা হুব্বিক।

-হে আল্লাহ! আমি তোমার ভালোবাসার কামনা করি, তাদের ভালোবাসা যাদের তুমি ভালোবাসো এবং আমলের ভালোবাসা যদ্বারা আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকটস্থ হবো। (তিরমিযি)

আমি এখানে কেনো? আমি কোথায় যাচ্ছি? জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি? আপনার জীবনের কোনো এক সময়, এ প্রশ্নগুলো হয়তো আপনার চিন্তা-চেতনায় জাগ্রত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

-আমি জিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সৃষ্টি করি নি। (৫১:৫৬) সুতরাং একটি মাত্র শব্দে যদি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বলতে হয়, তাহলো, 'ইবাদত'।

ইবাদত শব্দকে আমরা বাংলায় উপাসনা বলি। তবে এর ব্যাপক অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক আমল ও উক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা।

ইবাদতে আছে:

* হাতপায়ের নড়াচড়া- যাকে ইবাদতের শারীরিক আমল বলে।
* হৃদয়ের আমল বা আভ্যন্তরীণ আমল। এগুলোর মধ্যে আছে: দৃঢ় বিশ্বাস (ঈমান), আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান (মা'রিফাত), আন্তরিকতা (ইখলাস), পরহেজগারী এবং অভিনিবেশ (তাক্বওয়া), আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল), আশা (রিদ্বা), ভয় (খাওফ), কৃতজ্ঞতা (শুকুর), ধৈর্য (সবর), ভালোবাসা (হুব), আল্লাহকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা (শওক্ব) এবং নিশ্চয়তা (ইয়াক্বিন)।

আভ্যন্তরীণ বাস্তবতা

ইসলামের প্রতিটি আমলের দু'টি দিক আছে: এক. বাহ্যিক আমল (শারীরিক ক্রিয়া) ও দুই. আভ্যন্তরীণ আমল (হৃদয়ের ক্রিয়া)।

বিভিন্ন আমলের এ দু'টি দিক হচ্ছে:

১. নামাজ: এর বাহ্যিক দিক হচ্ছে: দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, মধ্যম ও শেষ বৈঠক ইত্যাদি। এগুলো করতে যেয়ে হাত, পা ইত্যাদি নড়াচড়া করতে হয়। অন্যদিকে নামাজের নির্যাস হচ্ছে খুশু।

২. রোজা: রোজার বাহ্যিক দিক হচ্ছে উপবাস- যাকিছু রোজা ভঙ্গের কারণ হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকা। রোজার নির্যাস হলো তাক্বওয়া।

৩. হাজ্জ: হাজ্জের বাহ্যিক দিক হলো ইহরাম পরা, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাঈ, উকুফে আরাফা, উকুফে মুজদালিফা, জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী করা ও মাথা কামানো ইত্যাদি। হাজ্জের আভ্যন্তরীণ দিক হলো আল্লাহর প্রতীকগুলোকে শ্রদ্ধা নিবেদন।

৪. দু'আ: দু'আর বাহ্যিক দিক হচ্ছে হাত উত্তোলন ও কথা বলা। এর আভ্যন্তরীণ দিক হলো বিনয়।

৫. জিকির: জিকিরের বাহ্যিক দিক হলো **'সুবহানাল্লাহ'**, **'আল-হামদুলিল্লাহ'**, **'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'**, **'আল্লাহু আকবার'** ইত্যাদি উচ্চারণ করা। জিকিরের আভ্যন্তরিক দিক হলো আল্লাহর ওপর ভালোবাসা, ভীতি ও আশা রাখা এবং স্রষ্টার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

হৃদয়ের কেন্দ্রিকতা

আমরা সচরাচর ইবাদতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক দিকটাই বেশি দেখি। প্রায়শই আমরা আভ্যন্তরীণ বিস্তৃতির ব্যাপারে গাফিল থাকি। অন্যকথায় আমল করাকালে হৃদয়ের ওপর যথেষ্ট খেয়াল রাখি না।

ইবাদতের আভ্যন্তরীণ বাস্তবতা এবং হৃদয়ের কেন্দ্রিকতার গুরুত্বের ওপর হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "অন্যান্য জীবীর তুলনায় মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে আল্লাহকে জানার ক্ষমতা। আল্লাহর মা'রিফাত সম্পর্কে অবগতির ক্ষমতা হচ্ছে মানুষের উৎকর্ষ, সৌন্দর্য ও গৌরবের প্রমাণ। পরকালের অর্জনও নির্ভর করছে আল্লাহর মা'রিফাত লাভের মধ্যে।

সে এ জ্ঞান লাভের জন্য একমাত্র নিজের হৃদয়কে প্রস্তুত করতে হবে। অন্য কোনো দেহযন্ত্র নয়। কারণ একমাত্র হৃদয়ই আল্লাহকে জানে, আল্লাহর জন্য কাজ করে, আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

অপরদিকে অন্যান্য মানব দেহযন্ত্রগুলো হচ্ছে হৃদয়ের সেবক মাত্র। কারণ একমাত্র হৃদয়কেই আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন যখন এটা তাঁকে ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যায়। গ্বাইরুল্লাহর মধ্যে ডুবে থাকা হৃদয় আল্লাহ থেকে পর্দাবৃত হয়ে পড়ে। সুতরাং, হৃদয়ের জ্ঞান ও তার গুণাগুণ সম্পর্কে অবগতি হচ্ছে ধর্মের মূল। এটাই খোদান্বেষীর রাস্তার ভিত্তি।"

সর্বোত্তমের সর্বোত্তম

যে কোনো ব্যক্তির অপরদের তুলনায় উত্তমতা নির্ভর করে তার হৃদয়ের ক্রিয়া দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ * إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

-নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। (৪৩:১৩)

তাক্বওয়া হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে রক্ষা করা। আর এটা অর্জন হবে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থেকে ও তাঁর নির্দেশ মুতাবিক চলার মাধ্যমে। তাক্বওয়া শুধুমাত্র শারীরিক আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ বলেন:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

-এটা শ্রবণযোগ্য কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহভীতি প্রসূত। (২২:৩২)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বুক মুবারকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন: "তাক্বওয়া এখানে, তাক্বওয়া এখানে,

তাক্বওয়া এখানে।" (মুসলিম) মু'মিন তাই আল্লাহর দিকে ভ্রমণ করে তার হৃদয়ের মাধ্যমে। শুধু দেহ দিয়ে নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলেন: "তারা হচ্ছেন এ উম্মাহর সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ যাদের আছে 'সর্বাধিক পরিশুদ্ধ হৃদয়।" বকর আল-মুযানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "আবুবকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বেশি বেশি রোজা রাখা ও নামায পড়ার মাধ্যমে সকলের মধ্যে উত্তম হননি। বরং তিনি সর্বোত্তম হয়েছেন এজন্য যে, তাঁর হৃদয়ে একটা কিছু জায়গা করে নিয়েছে।"

অনুরূপ কেউ যদি লাখ টাকা সাদক্বা করে এবং অপর কেউ একশ টাকা দেয়। তাহলে শেষোক্ত ব্যক্তি এর বিনিময় প্রথমোক্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশি পাবে যদি তার মধ্যে অতিরিক্ত আন্তরিকতা থাকে।

এ কারণেই আবদুল্লাহ বিন মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "নিয়তের কারণে ছোট্ট একটি আমল অনেক উচ্চে আরোহণ করতে পারে এবং অতিবেশি আমল নিয়তের কারণে নিম্নে অবরোহণ করতে পারে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: "অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা কারো কোনো আমল সর্বাধিক ভালোবাসেন যা সে নিখুঁতভাবে করে।" (তাবারানি)

আল্লাহকে ভালোবাসার ১০টি উপায়

প্রেম হচ্ছে মানব মনের সর্বাধিক আনন্দঘন অনুভূতি। আর আল্লাহপ্রেম হচ্ছে সর্বোত্তম প্রেম। আমরা পাপ করা থেকে দূরে থাকি আল্লাহর ভয়ে, দোযখের ভয়ে। কিন্তু ইবাদত শুধু বেহেশত লাভের জন্য নয়- উপাস্যকে ভালোবাসি তাই তাঁর ইবাদত করি। ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র হওয়া।

ইবাদতকারী ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে যে প্রেম সৃষ্টি হয়, তা-ই সর্বোচ্চ প্রেম। এ ভালোবাসার ছোঁয়া যে পেয়েছে তার জীবন ধন্য হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা মূলত তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। ইবাদতের মাধ্যমে এ ভালোবাসা অনুধাবন করা যায়। আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম হচ্ছে আল-ওয়াদূদ। এর অর্থ সর্বাধিক প্রেমময়, সর্বাধিক মমতাময়, প্রেমাস্পদ।

আল্লাহকে ভালোবাসা মানে এই নয় যে, মুখে একথা বলা 'আমি আল্লাহকে ভালোবাসি'। বরং এর অর্থ হলো আমল দ্বারা এই ভালোবাসার প্রমাণ করতে হবে। আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে। একই সময় আল্লাহর পছন্দসই জিনিসকে আকড়ে ধরতে হবে। তিনি যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করা এবং তিনি যা অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করা।

প্রেমকে প্রতিপালন করতে হবে যাতেকরে এটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এটা একটি মানবিক স্বাভাবিক অবস্থা যে ইবাদতে উঁচু-নিচু হবে। কোনো কোনো সময় আমরা আল্লাহর ভালোবাসাকে অনুভব করে থাকি। তখন আমাদের হৃদয়ে আল্লাহপ্রেমের অণুরাগের ছোঁয়া লাগে। আবার কোনো সময় হৃদয়ে শূন্যতা বিরাজ করে। তখন মনে হয় আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহপ্রেমের প্রাবল্য স্থায়ী রাখতে অবিরাম আল্লাহর স্মরণে ডুবে থাকতে হবে। এর দ্বারা হৃদয়ে আল্লাহপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠবে। হৃদয়ে আল্লাহপ্রেম সর্বদা জীবিত রাখতে নিম্নোক্ত ১০টি উপায় অবলম্বন করুন।

১. তিলাওয়াতুল কুরআন: যত বেশি সম্ভব কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করুন। অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করার মধ্যে আলাদা ফায়দা বিদ্যমান। পবিত্র কুরআন একটি পথনির্দেশক গ্রন্থ। সুতরাং অর্থ বুঝে তিলাওয়াত দ্বারা আমরা সর্বাধিক উপকৃত হতে পারি।

২. নফল নামাজঃ নিঃসন্দেহে নামাজ দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শক্তিশালী হয়। আর নফল নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায়। এর কারণ হলো, আমরা এ অতিরিক্ত নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় করে থাকি। নফল ইবাদতে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে বাড়াতে যেয়ে আমাদেরকে সকল সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাজও পালন করতে হবে। যেমন দু'রাকাআত ফযরের নামাজ, যুহরের ফরযের আগের চার রাকাআত ও পরের দু'রাকাআত, মাগরিবের ফরযের পরের দু'রাকাআত ও ইশার ফরযের পরের দু'রাকাআত।

৩. জিকরুল্লাহঃ সর্বদা আল্লাহর জিকিরের মধ্যে থাকার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর পবিত্র নাম, ইস্তিগফার, ক্ষমা প্রার্থনা, তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, তাঁর প্রশংসা করা ইত্যাদি সবই আল্লাহর জিকির।

৪. বিনয়ী হওয়াঃ বিনয় আল্লাহর নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণের সমান। আমাদেরকে স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ইত্যাদি ক্ষতিকর ব্যাপার থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আমাদেরকে বিনম্রতা, ধৈর্যশীলতা এবং আল্লাহর গোলামী ইত্যাদি গুণাবলিতে গুণান্বিত হওয়ার প্রবল চেষ্টা চালাতে হবে।

৫. প্রিয় জিনিস অনুদানঃ আপনার নিকট প্রিয়- এমন জিনিস গরীব দুঃখিদেরকে দান করার অভ্যাস করুন। এটার দ্বারা শক্ত হৃদয় নরম হয়ে যাবে।

৬. আল্লাহর গুণবাচক নামের স্মরণঃ আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি সুন্দর গুণবাচক নাম আছে। এগুলো মুখস্থ করে সর্বদা জপতে থাকুন। এতে বিরাট ফায়দা পাওয়া যায়।

৭. তাহাজ্জুদের নামাজঃ সাধারণ মুসলমান থেকে যে আমল মানুষকে বিশেষত্ব প্রদান করে তা হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। এই নামাজ রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ফরয ছিলো। আমাদের জন্য সুন্নাত। এই নামাজের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

৮. উত্তম সুহবত: নেককার বান্দাদের সঙ্গলাভ খুব উপকারী একটি আমল। নেককার বান্দাদের সঙ্গে ওঠানামায় উত্তম আমলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। নেককার ব্যক্তিদের সংসর্গ আপনাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে। অপরদিকে যারা গাফিল, বেনামাজী তাদের সঙ্গলাভ আপনার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর হতে পারে।

৯. জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত থাকা: নিজেকে দুনিয়াবী অতিকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত রাখুন।

১০. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন: আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্য দান ও নিয়ামতের মধ্যে নিমজ্জিত আছি। প্রয়শঃই এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে আমরা গাফিল থাকি। আমরা যতো বেশি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবো ততো বেশি আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য হাসিল হবে। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ * وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

-যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে তোমাদেরকে আরও দেবো এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠিন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
প্রেম ও মমত্ব

উচ্চতর আল্লাহপ্রেম এমন এক স্তর যা ভাষায় প্রকাশ করা বড়ো কঠিন। আপনি মহাসাগরের দিকে পা ফেলতে পারেন- কিন্তু এরপর কী? বিখ্যাত সুফি দরবেশ খাজা নাসিরুদ্দিন চেরাগে দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ খোদাপ্রেমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রেমের দশটি স্তর ও পঞ্চাশটি পর্যায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে কয়েকটি স্তরের উপর বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

প্রেমের প্রথম স্তর

প্রেমের প্রথম স্তরের নাম উলফাত (বন্ধুত্ব, আসক্তি, ঘনিষ্ঠতা, সাহচর্য, অন্তরঙ্গতা)। এটার অর্থ হলো, ভালোবাসার পাত্রের প্রতি হৃদয়ের অভিলাষ। উলফাতের মোট পাঁচটি পর্যায় আছে। নিচে এগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

১. মনে করুন কোনো ব্যক্তি একজন প্রেমময়ের কথা শ্রবণ করলেন। এতে অন্তরে এ প্রেমময় ব্যক্তির সাথে কোনো ধরণের যোগাযোগের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলো। একটা বাস্তব ঘটনা থেকে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

একদা এক গায়ক হযরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী রাহিমাহুল্লাহর শানে একটি গজল পরিবেশন করলেন। শ্রোতাদের মধ্যে নিযামুদ্দিন আউলিয়াও উপস্থিত ছিলেন, তিনি তখনও কারো মুরিদ হন নি। গায়কের গজলে তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। আরেকদিন ঐ গায়ক হযরত ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রাহিমাহুল্লাহর শানে আরেকটি গজল পরিবেশন করলেন। এসময়ও নিযামুদ্দিন আউলিয়া উপস্থিত ছিলেন। এবার গজল শুনে তাঁর মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলো গঞ্জেশকর রাহিমাহুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে। পরে তিনি তাঁর মুরিদ হলেন ও বিশেষ খলিফা হলেন। এ ব্যাপারে দু'টি পংক্তি শুনা যায়:

হঠাৎ তাঁর সৌন্দর্যের বর্ণনা আমার কানে আসলো
সাথে সাথে প্রেমাকর্ষণ অন্তরে প্রবেশ করে আমাকে আত্মহারা করলো।

এ ধরনের ভালোবাসার আকর্ষণকে উলফাত বলে। কারো প্রতি এরূপ ভালবাসা থেকেই শুরু হয় প্রেমের ভ্রমণ।

২. দ্বিতীয় পর্যায়কে কিতমান-ই-মাইলান (কারো প্রতি আকর্ষণকে গোপন রাখা) বলে। এ অবস্থায় আপনি নিজের প্রেমাকর্ষণকে গোপন রাখবেন। ফলে আপনার মধ্যে আভ্যন্তরীণ এক প্রকার কষ্ট প্রকাশ পাবে। একজন কবি এ অবস্থার বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেন:

আমার দরকার নেই কোনো ডাক্তার বা খাদিমের
এই বেদনাই তো আমার বেদনার উপশম।

সুফি দরবেশদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে: "বন্ধুর গোপনীয়তা"। প্রেমাস্পদ যা কিছু তোমার প্রতি গোপন কথা বলেন তা অবশ্যই গোপন রাখবে। এমনকি প্রেমের বিরহ যন্ত্রণার কথাও কাউকে বলবে না।

৩. তৃতীয় পর্যায়কে বলে তামান্না (মনের আগ্রহ)। প্রেমিকের অন্তরে এই তামান্না জায়গা করে নেয়। শুরু হয় প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের প্রবল ইচ্ছা। এ অবস্থায় প্রেমিক তার জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। মৃত্যুকেও সে ভয় করে না। যদি প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন কঠিন বা অসম্ভব হয়, তহালে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করে না।

৪. চতুর্থ পর্যায়কে বলে ইখবার ও ইস্তিগফার (জানানো এবং খবর জানার জন্য আবদার)। অর্থাৎ একে অন্যের অবস্থা জানার আগ্রহ। এ পর্যায়ের স্বরূপ বর্ণনা করতে যেয়ে, কবি হাফিজ সিরাজী (১৩২৫-১৩৯০) বলেন:

যখনই আমি তোমার থেকে দূরে থাকি

ওহে! আর কাউকে তোমা থেকে দূরে থাকতে দিওনা
তখন আমি আশা রাখতে পারি
অতি সত্তর তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবে।

৫. পঞ্চম পর্যায়কে তাযাররু ও তামাল্লুক (বিনয় ও প্রেমের পেশা সৃষ্টি) বলে। তাযাররু শব্দের অর্থ বিনয়ী হওয়া, আত্ম-নীচতা, ঐকান্তিক অনুনয় ইত্যাদি। আর তামাল্লুক অর্থ হচ্ছে তোষামোদি, মিষ্টি কথা, প্রেমের পেশা সৃষ্টি ইত্যাদি।

এ পর্যায়ে প্রেমিক অশ্রু ঝরিয়ে বলে, আমির খসরুর (১২৫৩-১৩২৫) ভাষায়:

তুমি জানবে যে, 'আমার আত্মা ঠোঁটের মধ্যে এসে গেছে', অর্থাৎ
আমি মৃত্যুর সন্নিকটে।
আমার আত্মা ঠোঁটে এসে পৌঁছুয়েছে, সুতরাং বেঁচে থাকতে হলে- আসো!
আমি যখন আর থাকবো না এখানে, তখন কী লাভ হবে এসে?

কবি হাফিজ বলেন:
ওহে মেলার বাদশাহ! আমার একক থাকার বেদনার অভিযোগ
তোমার কাছে তুলে ধরছি।
তুমি ছাড়া আমি মৃত্যুর কাছাকাছি এসেছি- এখন সময় হয়েছে
তোমাকে ফিরে আসার।

প্রেমের দ্বিতীয় স্তর

প্রেমের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে সাদাক্বাত (সত্যিকার বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা, সারল্যতা, আনুগত্য, সত্যতা)। এ স্তরে প্রেমাস্পদের সত্যতা কিংবা অসত্যতা, অগ্রাহ্যতা, অস্বীকৃতি ইত্যাদি দ্বারা হৃদয় অপরিবর্তিত থাকে। এটার পরিচিতি পাঁচটি ব্যাপার থেকে পাওয়া যায়।

১. যখন এ স্তরে উপনিত হবেন তখন দৈহিক কামনা আপনার নিকট 'দুশমন' মনে হবে। হৃদয়ের অনুভূতি হবে শত্রুভাবাপন্ন। আপনি দুনিয়াবী ভোগবিলাসকে বিসর্জন দেবেন। হৃদয় হবে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা থেকে বিমুখ। এ অবস্থায় প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে নিষ্ঠুরতাও একটি আকর্ষণীয় তুহফা মনে হবে। কবি বলেন:

যখন বন্ধু দ্বারা বিষ দেওয়ার প্রস্তাব আসবে, তা হবে মধুর মতো
আমি এ বিষপান করতে অতি আগ্রহী।
তোমা প্রতি আমার হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি বেদনা ও ভোগান্তি.
আমার নিকট আনন্দ ও কল্যাণের সূত্র।

২. এ স্তরের নাম গাইরাত (ঈর্ষাকাতরতা)। এ স্তরে এসে প্রেমিক এমন অবস্থায় উপনিত হয় যে, অন্য কেউ তার প্রেমাস্পদের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করলে সে ভীষণভাবে ঈর্ষান্বিত হয়। কবি বলেন:

এ গোলাপের একটি ডাল বাগানে প্রবেশ করলে আমি ঈর্ষানুভব করি
ওহে মৃদু হাওয়া! একমুষ্ঠি ধূলা হাতে নিয়ে নিক্ষেপ করো ফুলগুলোর চোখে।

আপনার প্রেমের গল্প আমি কাউকে বলতে পারবো না
কারণ আমার ঈর্ষা অনুমতি দিচ্ছে না অপরকে শুনাতে।

প্রেমিক যখন এ স্তরে উপনিত হয় তখন সে এমন ঈর্ষান্বিত হয় যে, অবশেষে নিজের প্রতিও ঈর্ষা পোষণ করে। আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ (৮৬১-৯৪৬) তাই দু'আ করলেন:

হে আল্লাহ! আপনি সর্বশক্তিমান ও মহান
বিচারদিবসে আমাকে অন্ধ করে উত্তোলন করবেন
যাতে করে আমার চোখও তোমায় দেখতে না পায়।

একজন কবি বলেন:

আমি আমার হৃদয়ের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করি

যখন তোমার ভাবনা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে
কীভাবে আমি অপরদেরকে সইতে পারি
যারা তোমার সৌন্দর্যকে দেখেছে?

আরেক কবি এ অবস্থার কথা ব্যক্ত করতে যেয়ে বলেন:
ঈর্ষা হেতু আমি হৃদয়ের একাত্মতাকে পরিষ্কার করেছি সবকিছু মুছে। কারণ, একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ এ নির্যয় আশ্রয়ে জায়গা পাওয়ার যোগ্য রাখে না।

৩. তৃতীয় পর্যায়কে বলে ইশতিয়াক্ব (আকুলতা, প্রবল ইচ্ছা, আকুল আকাঙ্ক্ষা, ব্যঘ্রকামনা, ব্যাকুল প্রতীক্ষা ইত্যাদি)। এ অবস্থায় প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষার অগ্নি দাবানলের মতো জ্বলে ওঠে। বেচারা প্রেমিক তখন অনৈচ্ছিকভাবে নালিশ জানায়:

আমার আকুলতা ও ধৈর্য সকল সীমানা অতিক্রম করেছে
হে বন্ধু! আপনি যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাতে ধৈর্য ধরেন
তাহলে আমার মাঝে আর শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না।

আশিক আরো বলে:
ও হে! আপনি ছাড়া জীবনটা আমার কাছে নিষিদ্ধ!
আপনি ছাড়া জীবনটা মোর কিসের জীবন?

৪. চতুর্থ পর্যায় হচ্ছে জিকরে মাহবুব বা প্রেমাস্পদকে স্মরণ করা। সবাই জানে, যে যাকে ভালোবাসে তার কথা সে সর্বদা আলোচনা করে।

একদা এক প্রেমিক অসুস্থ হলেন। তার বন্ধু-বান্ধবরা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি ডাক্তার নিয়ে আসবো? তিনি বললেন, আমার চিকিৎসা হচ্ছে, প্রেমাস্পদের স্মরণ। কবি বলেন:

তোমার নাম আমার রোগমুক্তির কারণ
আর তোমার দ্বারাই আমার সব প্রয়োজন ঘুচবে।

৫. পঞ্চম পর্যায় হলো তাহাইয়্যার (হতভম্বতা, মহাবিস্ময়)। এক দরবেশের আকুতি:

আপনি হলেন সৌন্দর্য জগতের বাদশাহ
আমি এক বেচারা গরীব দরবেশ মাত্র।

প্রেমের তৃতীয় স্তর

এ স্তরে এসে মাশুক তার অতীতের গাফলতির কথা স্মরণ করে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। এ স্তরকে তাই হাসরাত বা আক্ষেপ বলে। আশিককে ভুলে তার অতীত জীবন নষ্ট হয়ে গেছে ভেবে বার বার আক্ষেপ করতে থাকে। সে বলে:

মৃত্যু থেকেও আরো খারাপ: জীবনের যে সময়টুকু নষ্ট হলো তোমাকে ছাড়া
রোজ হাশরের দিন যেমন: তোমাকে ছাড়া একটি দিবস যাপন।

প্রেমের চতুর্থ স্তর

এ স্তরকে ফিকির-এ-মাহবুব বলে। এর অর্থ প্রেমাস্পদের চিন্তা কর্তৃক আশিককে বিভোর হওয়া। এ সময় আশিক সর্বদা গভীর মুরাকাবায় থাকেন। এ ধ্যান হেতু আশিকের হৃদয়ে শুধুমাত্র মাশুকই অবশিষ্ট থাকবেন। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, এরূপ মুরাকাবায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত করা ষাট বছরের নফল ইবাদত থেকেও উত্তম। একজন সুফি এ অবস্থার বর্ণনা তুলে ধরতে যেয়ে বলেন:

আমি তুমি ছাড়া আর কারোর ভাবনা করতে চাই না
একটি মুহূর্তের জন্যও নয়-
কারণ উভয় জগতে তুমিই একমাত্র মাশুক যে আমার অন্তরে বিদ্যমান।

প্রেমের পঞ্চম স্তর

এটা একটি উচ্চ স্তর। এ স্তরের পাঁচটি পর্যায় আছে।

১. প্রথম পর্যায়কে বলে খুজু (বিনয়)। প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের সময় বিনয় ছাড়া অন্যভাবে উপস্থিত হওয়া যায় না। একজন আশিক বলেন:

আমার এ একটি জীবনের মূল্য আর কতো- যা আমি তোমার নিকট উৎসর্গ করেছি?

কিন্তু আমি তো অপারগ, আমার কাছে এ একটি জীবন ছাড়া আর তো কিছু নেই।

২. এ পর্যায়কে ইতা'আত-ই-মুহাব্বাত (মাশুকের প্রতি আজ্ঞানুবর্তিতা) বলে। নিজের জীবনকে একমাত্র মাশুকের আনুগত্যতার মধ্যে কাটাতে হবে। যাকিছু তোমার আছে তা সবই তাঁর জন্য উৎসর্গ করা চাই। একজন কবি বলেন:

যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জীবিত ততক্ষণ তোমাকে ভালোবাসিবো

যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মাথাটি থাকবে তা হবে তোমার সাথে একটি খেলনার বল।

আরেক কবি বলেন:

আমাদের সম্পূর্ণ জীবনটা বন্ধুর খেদমতে বিসর্জন দিয়েছি

আমাদের কাজ তো শুধু এই খেদমত!

৩. সুফিরা বলেন পঞ্চম স্তরের তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে সবর (ধৈর্য)। এ ব্যাপারে কেউ একজন বলেন:

আপত্তি ছাড়া সয়ে যাও ও গলাধঃকরণ করো সকল বেদনা।

আশিকের জন্য একটি মাত্র পথ খোলা আছে, সেটি নীরব সহিষ্ণুতা।

আরো বলা হয়ে থাকে:

তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল কাউকে আল্লাহ যখন ভালোবাসেন,

তিনি তাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন।
সে যখন তা সয়ে যায় দৃঢ় চিত্তে,
তাকে তখন চিহ্নিত করা হয় স্বাতন্ত্র্য হেতু,
তার সকল ত্রুটিবিচ্যুতি করা হয় উপেক্ষা
তার ওপর বর্ষিত হয় অনৈচ্ছিক বহু আত্মিক অনুগ্রহ।
কারণ, শুধু ধৈর্য দ্বারা পালিশ হতে পারে অশান্ত হৃদয়,
পানি যখন শান্ত-স্থির থাকে তখনই তা হয়ে যায় আরশি।

৪. চতুর্থ পর্যায়কে বলে তাযাররু (বিনম্রতা, আত্ম-নীচতাবলম্বন, দীনতা, ঐকান্তিক অনুনয়)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

-আর স্মরণ করতে থাকো স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়- এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না। (৭:২০৫)

যখন আশিকের জন্য এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, না মাশুকের মিলন নিজের আয়ত্বে, না পুষ্পদ্যানের শীতল হাওয়া গায়ে লেগে শিহরণ জাগায়। না তোমার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে কথা বলার শক্তি, না তোমার আত্মা উপরে আরোহণের ক্ষমতা রাখে- তখন, তুমি আর কী করতে পারো শুধুমাত্র ক্রন্দনরত থেকে অসহায় অনুভূতি ছাড়া।

এক কবি বলেন:
কারণ আমার হস্তদ্বয় শক্তিহীন থাকায়
বিরোধিতার শক্তি ক্ষয় হওয়ায়
আমি এখন ধরেছি রাস্তা-
দীনতা ও ইবাদতের।

৫. পঞ্চম স্তরের সর্বশেষ এ পর্যায়কে রেদ্বা (সন্তুষ্টি) বলে। সুফিদের মধ্যে রেদ্বা একটি মাক্বাম (স্তর) না হাল (অবস্থা) এ ব্যাপারে মতানৈক্য

বিদ্যমান। কেউ কেউ বলেন, রেদ্বা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করা। তবে অন্যরা বলেন, ব্যক্তির প্রচেষ্টার মাধ্যমে রেদ্বা আয়ত্ব সম্ভব নয়। এটা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার। হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০১৫ ঈ) বলেন, রেদ্বার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে তাকদিরকে সমালোচনা না করা। কারো হৃদয় যদি সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত থাকে তাহলে বুঝতে হবে রেদ্বা তার মধ্যে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯১০ ঈ) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে রেদ্বা হচ্ছে আত্মসমর্পণ।

রেদ্বার লক্ষ্য হচ্ছে ঈমান। বিশর ইবনে হারিস রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৪১ ঈ) বলেন, রেদ্বার স্তর পরহেজগারী থেকেও উচ্চে ও বড়ো। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ধার্মিক ব্যক্তি সঠিক রাস্তায় আছেন কিন্তু রেদ্বার স্তরে উন্নীত ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছুয়ে গেছেন।

এক আশিক তার মাশুককে এভাবে ডাকে:

ওহে! তোমার বাগানের উঁচু সাইপ্রেস বৃক্ষটি
তোমার সম্মুখে তো একটি বামন মাত্র
আমি যদি তোমার দ্বারপ্রান্তে মস্তক না রাখি
তাহলে কী আর করবো?
আমার জন্য কী অন্য কোন দরজা আছে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ

যারা তাসাওউফের মাধ্যমে আল্লাহপ্রেমের সন্ধানে আছেন তাদেরকে বলে সালিক। সালিকরা একটি ভালোবাসার রাস্তায় আধ্যাত্মিকভাবে ভ্রমণরত থাকেন। তাদের ও আল্লাহর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের। প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষার এই ভ্রমণ আভ্যন্তরীণ।

আল্লাহকে ভালোবাসা ও আল্লাহ কর্তৃক ভালোবাসা হচ্ছে তাসাওউফপন্থী তথা সুফিদের জীবনভর সাধনার উদ্দেশ্য। তারা বলেন, হৃদয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রেমাস্পদের নিকটস্থ হতে থাকি। এরপর আরো নিকটে, আরো নিকটে- এতো নিকটে যখন দু'য়ের মধ্যে কোনো ফাঁক অবশিষ্ট থাকে না। প্রেমিক তখন তার প্রেমাস্পদের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। প্রেমিক প্রেমের সাগরে ডুবে যায়। এই অবস্থার নামই হচ্ছে 'ফানা ফিল্লাহ'।

আল্লামা রুমি রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

যখনই আমি আমার প্রথম প্রেম কাহিনী শুনলাম
আমি তোমার সন্ধানে ব্রত হলাম, জানতামনা কতো অন্ধত্ব ছিলো এটি।
প্রেমিকরা কোনো স্থানে অবশেষে একত্রিত হয়নি।
তারাতো সর্বদাই একে অন্যের মধ্যে ছিল।

হৃদয়ের অভ্যন্তরেই আমাদের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা, আমাদের সর্বাধিক আবেগপূর্ণ প্রয়োজন পাওয়া যায় পুরোপুরি ও সর্বতোভাবে। আধ্যাত্মিক নৈকট্যক্ষণে যাকিছু আমাদের ইচ্ছে সবই দেওয়া হয়ে থাকে- তারও চেয়ে বেশি যা আমরা সম্ভব মনে করি। আমরা নিজে যতটুকু নিজের নিকটস্থ আছি আল্লাহ তার থেকেও আমাদের বেশি নিকটস্থ আছেন। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

-আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (৫০:১৬)

পবিত্র কুরআনে আরেকটি আয়াত আছে যা আধ্যাত্মিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ আয়াতটি হলো 'আয়াতুন নূর'। আয়াতটি এই:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ * مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ * الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ * الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ * نُورٌ عَلَى نُورٍ * يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ * وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ * وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ, তাতে পুত-পবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেনো আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী, জ্যোতির উপরে জ্যোতি, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (২৪:৩৫)

উক্ত পবিত্র আয়াতে বলা হয়েছে, 'জ্যোতির উপরে জ্যোতি, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে'। সুফিয়ায়ে কিরাম 'জ্যোতির উপরে জ্যোতি' শব্দগুলোর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর আলো আমাদের হৃদয়ে রক্ষিত আছে এবং তা উপরের দিকে উঠে প্রভু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এটা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে প্রেমের বিরহ ও ভ্রমণের জন্য এই নূর আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ ঈমানদারদের অন্তর তাঁর নূর দ্বারা আলোকিত করেন। সুফিদের জন্য এই আলো একটি জ্যান্ত বাস্তবতা এবং এটি প্রেমের ছোঁয়া দান করে। তাদের আধ্যাত্মিক ভ্রমণে এটি পথপ্রদর্শক। তারা বলেন, এই নূর আমাদেরকে প্রভু পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়- আলাদা হওয়ার বিরহ বেদনা থেকে এককের মাঝে আলিঙ্গনে।

যে ক্ষণে উক্ত আলো উজ্জ্বল হয় তাকে বলে 'তাওবা'- আল্লাহর দিকে হৃদয়ের সম্পৃক্ততার ক্রান্তিলগ্ন। এরপর ভ্রমণের শুরু। ভ্রমণ মূলত তিনটি। আল্লাহ থেকে ভ্রমণ- যখন দুনিয়াবী ধান্ধায় পড়ে আমরা আমাদের প্রভূকে ভুলে যাই। আমরা আমাদের মূল থেকে বিস্মৃত হই। প্রেম ও আত্মার প্রেমকে ভুলে যাই। আল্লাহ পর্যন্ত ভ্রমণ- এ ভ্রমণ হচ্ছে বিরহ বিচ্ছেদ থেকে মিলনের দিকে। সবশেষে প্রভুর মধ্যে ভ্রমণ- তখন শুধু প্রেমাস্পদ অবশিষ্ট থাকেন, প্রেমিক বিলীন হয়ে যায়।

আল্লামা রুমী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত মসনবী শরীফের শুরুতে বলেন, বাঁশির করুণ কথাগুলো শুনুন কীভাবে সে বিরহের কেচ্ছা বলে, সে আলাদা হওয়ায় অভিযোগ করছে। বলছে, "বাঁশ বাগান থেকে আমাকে আলাদা করার পর থেকে আমার শোকের বিলাপে পুরুষ ও নারীদের মাঝে আর্তনাদ শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র আলাদা হওয়া হৃদয়ে আমি জানাতে পারি প্রেম-স্পৃহার যন্ত্রণা। সকলেই যারা নিজের সূত্র থেকে দূরে পড়ে আছে, আকুল হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে সূত্রের মধ্যে ফিরে একাকার হয়ে যেতে।"

যে কেউ এই প্রেমের গলিতে ঢুকে পড়েছে, যে এই প্রেমচেতনায় জাগ্রত হয়েছে, হৃদয়পুরে বিরাট বেদনা রেখে গেছে। মূল থেকে আলাদা হওয়ার বিরহের মতো বেদনাতুর আর কিছু নেই। এটাই হচ্ছে আত্মার ক্রন্দন। বলা হয়ে থাকে, তাসাওউফ প্রথমে হৃদয়ের বেদনা, পরবর্তীতে কিছু বলার উপযুক্ত হয়েছে। ঈসায়ী নবম শতকের সুফি রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা সুফিদের মধ্যে প্রভুপ্রেমের প্রাবল্য প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন, "আমার একাকীত্ব ও বেদনার সূত্র হচ্ছে হৃদয়ের গভীরে, এটা এমন রোগ যা কোনো ডাক্তারের চিকিৎসা একে আরোগ্য করতে পারবে না। একমাত্র বন্ধুর মিলন হলো এ রোগের চিকিৎসা।"

প্রভুপ্রেমের উদ্যম এবং আমাদের প্রেমের বিরহ হচ্ছে অগ্নি যা জ্বালিয়ে দেয় আলাদা হওয়ার পর্দাকে। এটা আমাদের গভীরতম স্বভাবকে জাগ্রত করে

তুলে। আমাদের অস্তিত্বের মূল হলো প্রেম। এজন্য সুফিদেরকে সময় সময় 'ভালোবাসার বোকা' বলা হয়ে থাকে।

সৃষ্টির সর্বাধিক গোপন জিনিস হচ্ছে এই প্রেম। এটার স্থান হৃদয়পুরে। আঙ্গুরফল সৃষ্টির পূর্বেই এর সৃষ্টি। এটা প্রেমাস্পদের উপহার- যার ফলে প্রেমিক মজনুর মতো পাগল হয়েছে। সে হয়েছে এক দাস ও দরবেশ। সুফিদেরকে 'আল্লাহর দাস' বলা হয়। তারা শুধু তাদের প্রেমাস্পদের সম্পদ। তারা হচ্ছেন প্রেমের চুক্তিপুরুষ।

প্রেমের মাক্বামাত

তাসাওউফে প্রেমের কয়েকটি স্তর আছে। যাকে প্রেমের মাক্বামাত বলে। প্রতিটি স্তর অতিক্রম ক্রমান্বয়ে প্রেমাকর্ষণের শক্তি বৃদ্ধি করে। অবশেষে এ থেকেই এককত্বের মধ্যে মিলে যায়। এ অবস্থায় প্রেমিকের জন্য 'মৃত্যু' বলা হয়। অর্থাৎ আত্মবিলুপ্তি। প্রেমের এসব স্তরকে আরো একটু পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য নিচের ব্যাখ্যাগুলোর দিকে খেয়াল করুন:

১. আকর্ষণ (উন্‌স): প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রাথমিক স্ফূলিঙ্গ।

২. প্রেমান্ধতা (উন্‌স): প্রেমাস্পদের প্রতি বর্ধিত সম্পর্ক এবং পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা।

৩. মুহাব্বত (হুব্): প্রেমাস্পদের সঙ্গে গভীর ও প্রগাঢ় সম্পর্ক, যা প্রকাশ হয় গভীর অনুরক্তি ও মমত্ব থেকে।

৪. শ্রদ্ধাবোধ (আক্বীদাত): প্রেমাস্পদের প্রতি বিস্ময় ও ভয় এবং শ্রদ্ধাবোধ- ফলে অতিবেশি ইবাদত ও আত্মসমর্পণের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

৫. ইবাদত: প্রেমাস্পদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে গভীর অনুরক্তি ও দাসত্ববোধ।

৬. আচ্ছন্নতা (জুনূন): প্রেমাস্পদের প্রতি অত্যধিক অধিশ্রয়ণ এবং মিনলাকাঙ্ক্ষা।

৭. মৃত্যু (মাউথ): সর্বশেষ স্তর, যেখানে নফ্‌স বা নিজ বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রেমিক প্রেমাস্পদের মাঝে বিলীন হয় ও শুধুমাত্র একটি পরিপূর্ণ এককত্বের অবস্থা বিরাজ করে।

প্রেমের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য ধারণা

নিম্নের তালিকায় বর্ণিত বিষয়গুলোও তাসাওউফ শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

১. ইশ্‌ক: একটি শক্তিশালী গভীর প্রেমাকর্ষণ। বলা হয়ে থাকে তাসাওউফে ইশ্‌ক হচ্ছে প্রেমের সর্বোচ্চ স্তর। এটি সাধারণ প্রেম থেকে আলাদা।

২. ইশ্‌কে মাযাজী: জাগতিক বস্তুর প্রতি ভালোবাসা। এটা অত্যন্ত নিম্নস্তরের প্রেম।

৩. ফানা: আত্মবিলুপ্তি। তাসাওউফের একটি মূল বিষয়। ব্যক্তির সবকিছু প্রেমাস্পদের মাঝে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪. বাকা: অস্তিত্বশীল হওয়া। ফানার পরে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত থাকা।

ইশ্‌কের স্তরে উন্নীত হওয়ার ধারাবাহিকতা

আমরা উপরে ইশ্‌কের কথা বলেছি। তবে অধিকাংশ সুফিদের মতে আল্লাহপ্রেমের সর্বোচ্চ এই স্তরে উন্নীত হতে যেয়ে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে যেতে হবে। এগুলো হলো:

১. ইরাদা (নিয়ত)

২. ওয়ালা'আ (ইচ্ছাকে প্রবল করা)

৩. সাবাবাত (প্রেমাস্পদের দিকে ঝুঁকে পড়া)

৪. শাগাফ (হৃদয়ে প্রেমাস্পদের চিন্তা-চেতনা প্রতিষ্ঠিত করা)

৫. হাওয়া (একমাত্র প্রেমাস্পদ ছাড়া অন্য সবকিছু হৃদয় থেকে চলে যাওয়া)

৬. গ্রাম (বিরহের নিদর্শন দেহের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া)

৭. হুব (বিরহ জ্বালার রোগ-শোকের নিদর্শন বিলুপ্ত হওয়া)

৮. ওয়াদ্দা (এখন বিরহের সাগরে প্রেমিক সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছে)
৯. ইশ্‌ক (এখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে সকল পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে)

ইশ্‌কের মাক্বামে পতিত প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে দেখে কিন্তু চিনতে পারে না। সে আত্ম-চেতনা-বিলুপ্ত অবস্থায় আছে। প্রেমিক তলাবিহীন সাগরে পরিণত হয়। স্বল্পস্থায়ীত্বতা বিলুপ্ত হয়েছে এবং বিরাজ করে স্থায়ীত্বতা। এই স্তরে উন্নীত প্রেমিক বলতে থাকে:

আমি না কোনো নাম কিংবা দেহ,
এটাও নয় ওটাও নয়,
কী গোপন রহস্য আমি,
কী পর্দা আমার রহস্যের জন্য!

এ প্রেমিক উক্ত স্তরে আরোহণ করে আরো বলে:
প্রেম হচ্ছে সেটি- আল্লাহর লাগানো জলন্ত অগ্নি,
এটা উত্থিত হয়েছে ও বসে আছে হৃদয়ের গভীরে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

-এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছুবে। (১০৪:৬-৭)

প্রেম হচ্ছে চুম্বকের আকর্ষণের মতো- একটা আরেকটাকে নিজের দিকে টানতে থাকে। কারো গুণ ও সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়ী দৃশ্যকে ধরে রাখতে ও এতে ডুবে যেতে, হৃদয় প্রেমাস্পদের দিকে ফিরে যেতে, আকাঙ্ক্ষা, বিরহ, অস্বস্থিত্ববোধ, রাতদিন প্রেমাস্পদের চিন্তায় নিমগ্নতা, দেহ-মন-আত্মাকে বিরহের গভীর জলে নিমজ্জিত করা, বিরহের অসহ বেদনা সহ্য করা, সাহচর্যে সান্ত্বনা পাওয়া, নিজের চিন্তা-চেতনা প্রেমাস্পদের চিন্তা চেতনায় নিমজ্জিত করা, প্রেমাস্পদের পরিতুষ্টিতে নিজে পরিতুষ্ট হওয়া, নিজের অস্তিত্ব প্রেমাস্পদের অস্তিত্বের সাথে মিশে যাওয়া, এসবই হচ্ছে প্রেমের কারামত।

এক বিদগ্ধ আত্মার আকুতি:
আমি যদি তুমি হই, তুমি হবে আমি,
আমি যদি দেহ হই, তুমি হবে আত্মা,
পরে যেনো বলা না হয়:
আমি তোমা থেকে আলাদা, তুমি আমা থেকে আলাদা।

আরেক প্রেমিক বলেন:
কোনো কোনো সময় পাহাড় পর্বতে একাকিত্বে,
কোনো কোনো সময় একত্রে থাকা ও একত্রিত হওয়ার বিরহে,
কোনো কোনো সময় কুলুঙ্গি ও মিম্বরের গুপ্তধন,
কোনো কোনে সময় খায়বরে আলী হায়দরের বিজয়
এটা হয় ইশ্‌ক।

প্রেমের উচ্চতর স্তরকে ইশ্‌ক বলে। কেউ কেউ বলেন, জাগতিক বস্তুর ভালোবাসাকে ইশ্‌কে মাযাজী বলা সঠিক হবে না। কারণ সত্য হলো ইশ্‌ক শব্দ শুধুমাত্র ইশ্‌কে হাক্বিকীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটাই হচ্ছে নিষ্কলুষ আল্লাহপ্রেম। সৌভাগ্যবান সুফি দরবেশদের জন্য ইশ্‌ক হচ্ছে আল্লাহ প্রেমের সর্বোচ্চ স্তর। এ কারণে সত্যিকার প্রেমের জন্য তাঁরা ইহ ও পরজগতের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে থাকেন। তাঁদের শুরু দুনিয়া ও আখিরাত ত্যাগের মাধ্যমে।

প্রেমের নির্ভরশীলতা মা'রিফাতের ওপর। আর মা'রিফাতের নির্ভরশীলতা প্রেমের ওপর। প্রেম মা'রিফাতের অগ্রগণ্য আর মা'রিফাত প্রেমের অগ্রগণ্য। এতে মনে হয় কোনো স্ববিরোধিতা আছে। বাস্তবে কোনো স্ববিরোধিতা নেই। মা'রিফাতের সুফল হলো প্রেম। আর প্রেমের সুফল হলো মা'রিফাত। অন্যকথায়, প্রেম মা'রিফাত ছাড়া আত্মপ্রকাশ করে না। আর মা'রিফাত ছাড়া প্রেম স্তরে স্তরে উন্নীত হয় না। পরিপূর্ণ মা'রিফাত লাভ প্রেম

ছাড়া আসে না। প্রেমের উচ্চ স্তরে উপনীত হলে উপহারস্বরূপ মা'রিফাত দান করা হয়। আর মা'রিফাত হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের পূর্বশর্ত।

যেহেতু ইশ্‌ক হচ্ছে প্রেমের সর্বোচ্চ স্তর তাই এটি দান করা হয়েছে শুধু মানুষকে। কারণ, মানুষ সৃষ্টির সেরা। ফিরিশতাদেরও ইশ্‌ক এর মাক্বাম দেওয়া হয় নি। তারা শুধু অনুভব করেন ইশ্‌কের। খাজা ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ (১১৪৫-১২২১ ঈ) বলেন:

ফেরেশতাদের মধ্যে ইশ্‌কের অনুভূতি আছে
কিন্তু তারা এর বিরহ বেদনা টের পায় না,
মানুষ ছাড়া আর কেউ এ বেদনা অনুভব করার যোগ্য নয়।

প্রেমের বিরহ-বেদনা প্রেমিক অনুভব করে প্রেমাস্পদ আলাদা থাকার কারণে। সে অনুভব করে ভীষণ আকর্ষণ তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের জন্য। এই ব্যাপারটি একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে প্রজোয্য। ফেরেশতারা হচ্ছেন আল্লাহর আদেশ পালনকারী নূরের তৈরি প্রাণী। বেদনা ও কষ্টবোধ তাদের মাঝে নেই। নৈকট্য লাভের হাহাকারও তাদের মধ্যে নেই। অপরদিকে মানুষকে ইশ্‌ক এর অনুভূতি দেওয়া হয়েছে যার ফলে তারা অনুভব করে বেদনা ও হাহাকার। এই ইশ্‌ক প্রেমিকের হৃদয়ে জ্বলতে থাকে। মিলনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রেমের জ্বালা বিলুপ্ত হয় না।

ইশ্‌ক ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ। কেন? এটি এজন্য যে, প্রেমাকর্ষণ ছাড়া কারো মা'রিফাত অর্জন হয় না। আর মা'রিফাত ছাড়া ঈমান ও নিশ্চিন্ততা পূর্ণ হবে কীভাবে?

ইশ্‌ক মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি দেয়। তাসাওউফের রাস্তা তথা সুলুক নির্ভরশীল ইশ্‌কের ওপর। প্রেম এদিকে ও অপরদিকে বিদ্যমান। একদিকে আপনি তুহিব্বুন আল্লাহ (আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন) এবং অপরদিকে ইউহিব্বুনাল্লাহ (তারা আল্লাহকে ভালোবাসে)। উভয় দিক থেকেই প্রেমাগ্নি জ্বলে উঠে। আল্লামা রুমী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

ধুলোর দেহ ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করেছে ইশ্‌ক হেতু
পাহাড় আন্দোলিত এবং দাঁড়িয়ে আছে অবশ হয়ে।
ইশ্‌ক এই জ্বলন্ত ঝাঁকেঝাঁকে,
জ্বালিয়ে ফেলে সবকিছু শুধুমাত্র প্রেমাস্পদ ছাড়া,
ভাষায় ধারণ করা যায় না এবং পরিহাস হয় ইশ্‌ক
ইশ্‌ক যেমন একটি তলাবিহীন মহাসাগর।
ইশ্‌কের ওপর যদি আমাকে তাফসির লিখতে হয়
শত বিচারদিবস পার হবে কিন্তু তাফসির হবে অপূর্ণ।
কোনো পীড়া নেই যা হৃদয়ের পীড়ার মতো
প্রেমের সমাজ ভিন্ন সকল মতবাদ থেকে,
প্রেমিকের সমাজ ও মতবাদ কিছুই নয় শুধু প্রভূর উপস্থিতি।